মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা মোছাঃ নূর নাহার বেগম, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (nur.begum@bb.org.bd), সৈয়দা ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (syeda.jahan@bb.org.bd) এবং শাহ্ মোঃ সুমন, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (sm.sumon@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ১.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৯১.৪৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৬০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.৫০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (৮.৪৭ শতাংশ) কাছাকাছি রয়েছে। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পাওয়ার সূত্রে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, আমদানি ব্যয় কমে আসলেও মূলতঃ লেনদেন ভারসাম্যের আর্থিক হিসাবে ঘাটতির সূত্রে নীট বৈদেশিক সম্পদ আলোচ্য সময়কালে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১২.২২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১.৮৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩-এর ১৬.৯০ শতাংশ প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১৪.৯৮ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেকটা কম রয়েছে। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি (১০.১৩ শতাংশ) কিছুটা কম হয়ে প্রক্ষেপিত মাত্রার কাছাকাছি হলেও সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিও কিছুটা হ্রাস পাওয়ায়, মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১৯.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২৫.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *উল্লেখ্য, চলমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংকটবস্থা বিবেচনায় সরকারের গৃহীত কৃচ্ছতা নীতির ফলে আলোচ্য সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.১৩ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৯০ শতাংশের কাছাকাছি হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১২.৮৯ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা কম। *মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি প্রতিরোধে সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণ করলেও অধিকতর উৎপাদনমুখী খাত যেমন: কৃষি, সিএমএসএমই ও আমদানি বিকল্প খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রয়াসের সূত্রে আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার কাছাকাছি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭২৩.১৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। *নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির সূত্রে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।* বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষের রিজার্ভ মুদ্রা অপরিবর্তিত থাকা প্রক্ষেপণের বিপরীতে ২.০৩ শতাংশ প্রকৃত হ্রাস পেয়েছে।
- জানুয়ারি'২৪ শেষে CPI based হেডলাইন বারো-মাস গড় মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৩ এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৫৯ শতাংশে এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৮৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্য-বহির্ভূত (বিশেষত: পোশাক ও স্বাস্থ্য সেবা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে) মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জানুয়ারি'২৪ শেষের গড় মূল্যস্ফীতি ৯.৫৯ শতাংশ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত মূল্যস্ফীতি সিলিং (৭.৫০ শতাংশ)-এর তুলনায় ২.০৯ percentage point বেশি রয়েছে। *মূলতঃ transport cost বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ পণ্য-মূল্য সমন্বয়হীনতা এবং বিনিময় হারে অবচিতি চাপ বর্তমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ ডিসেম্বর'২৩ শেষে সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৩৩.০৫ বিলিয়ন টাকা, যা সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ছিল ১৬৪৪.৪০ বিলিয়ন টাকা।

- আমানত ও আগামের গড় ভারীত সুদ হার নভেম্বর'২৩ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪.৬৪ শতাংশ এবং ৭.৯৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রেফারেন্স রেট SMART জুলাই'২৩-এর ৭.১০ শতাংশ হতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ৮.১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন সময়ে মার্জিন হারের ঊর্ধ্বমুখী সমন্বয়ের মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ প্রতিযোগীতামূলক পর্যায়ে উন্নীতকরণ সম্ভব হচ্ছে। *আমানতে সুদহার পরিসীমা প্রত্যাহারের ফলে আমানতের প্রকৃত সুদ হার বৃদ্ধি এবং ঋণ/বিনিয়োগের বাজারমুখী সুদ/মুনাফা হার ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং খাতে চলমান তারল্য চাপ আগামের সুদ হার বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত ডিসেম্বর'২৩ শেষে ৯.০০ শতাংশে দাঁড়ায়, যা সেপ্টেম্বর'২৩ এ ছিল ৯.৯৩ শতাংশ। *ডিসেম্বর'২১ পরবর্তী ব্যাংকিং খাতে NPL ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করলেও জুন'২৩ পরবর্তী সময়ে নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেলেও জোরালো রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) উদ্বৃত্ত হয়েছে। অপরদিকে, আলোচ্য সময়ে MLT ঋণ ও অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (নীট) বৃদ্ধির সূত্রে আর্থিক হিসাবে (financial account) ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। ফলে, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ৮১৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।*
- *অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৯৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ১৩০৫৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।*
- *আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৮.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ১৫৮৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।*
- *প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে* পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ৫৮৯১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

- বৈদেশিক মুদ্রা বাজার বিনিময় হারে ডিসেম্বর'২৩ শেষে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় শতকরা ০.৪৫ ভাগ উপচিতি হয়ে ডলার প্রতি ১১০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে বিনিময় হার ডলার প্রতি ছিল ১১০.০০ টাকা।
- ডিসেম্বর'২৩ শেষে গ্রস অফিসিয়াল রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭১৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২১৮৬৭.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৪.৬ মাসের সম্ভাব্য সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ০৬ মার্চ ২০২৪ তারিখে গ্রস রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৬৩৩৯.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২১১৫২.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩)

বিশ্ব অর্থনীতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ জনিত সংকট অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণমূলক (restrictive) মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে অধিকাংশ অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালে ২০২৩ সালের প্রাক্কলিত ৩.১ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে এবং বৈশ্বিক হেডলাইন মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালের প্রাক্কলিত ৬.৮ শতাংশ হতে ২০২৪ সালে ৫.৮ শতাংশে নেমে আসার পূর্বাভাস করা হয়েছে[১]। তবে বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেশীয় সামষ্টিক অর্থনীতিতে চলমান সংকটসমূহ যথা- উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ ও বিনিময় হারে অস্থিতিশীলতার প্রভাব দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্যও সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর'২৩ পর্যন্ত বেসরকারি খাত ঋণে ১০.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.১৩ শতাংশ। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত মূল্যস্ফীতি সিলিং ৭.৫০ শতাংশের তুলনায় জানুয়ারি'২৪ শেষে গড় সাধারণ মূল্যস্ফীতি ৯.৫৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূলতঃ transport cost বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ পণ্য-মূল্য সমন্বয়হীনতা এবং বিনিময় হারে অবচিতি চাপ বর্তমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত এবং আর্থিক হিসাবে ঘাটতি হ্রাসের কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ৮১৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৮৭৭২.৪৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৯১.৪৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ যথাক্রমে ০.৫৩ শতাংশ হ্রাস ও ২.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (সংযোজনী-১)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ হতে দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৫.৪১ শতাংশ হ্রাস এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৩.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৬০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.৫০ শতাংশের তুলনায় কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (৮.৪৭ শতাংশ) কাছাকাছি রয়েছে। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৩.১৩ শতাংশ হ্রাসের বিপরীতে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৩.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় সূত্রে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, আমদানি ব্যয় কমে আসলেও মূলতঃ লেনদেন ভারসাম্যের আর্থিক হিসাবে ঘাটতির সূত্রে নীট বৈদেশিক সম্পদ আলোচ্য সময়কালে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার মূল কারণ।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

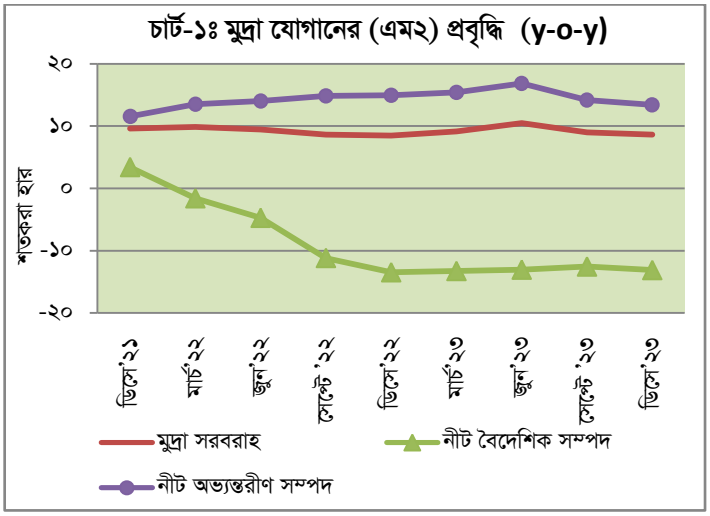

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

[১] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, জানুয়ারি ২০২৪; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

অভ্যন্তরীণ ঋণ

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৯৩০৫.৭১ বিলিয়ন টাকার (প্রবৃদ্ধি ছিল ০.২০ শতাংশ) তুলনায় ২.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১২.২২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১.৮৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩-এর ১৬.৯০ শতাংশ প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১৪.৯৮ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেকটা কম রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি (১০.১৩ শতাংশ) কিছুটা কমে প্রক্ষেপিত মাত্রার কাছাকাছি হলেও সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিও হ্রাস পাওয়ায়, মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে।

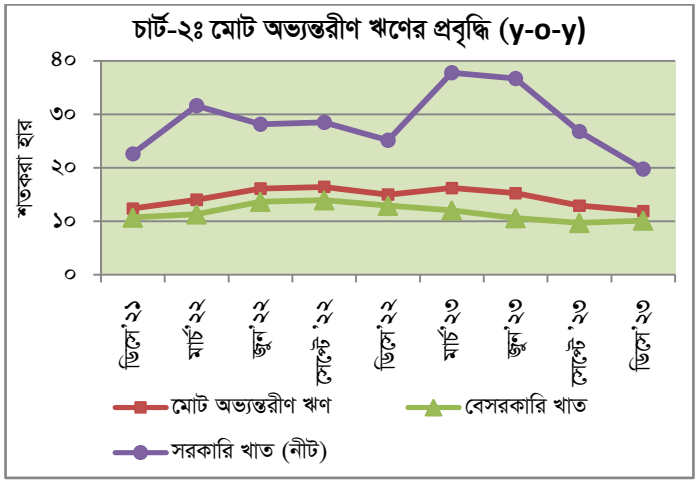

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁজিভূত (cumulative) নীট ঋণ[২] স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৩৫১৬.৫৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষেও ৪.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁজিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১৯.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২৫.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল। উল্লেখ্য, চলমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংকটবস্থা বিবেচনায় সরকারের গৃহীত কৃচ্ছতা নীতির ফলে আলোচ্য সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.১৩ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৯০ শতাংশের কাছাকাছি হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১২.৮৯ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা কম (চার্ট-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ ডিসেম্বর'২২ শেষের ৮০.৯৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ৭৯.৬৮ শতাংশে দাঁড়ায়। মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি প্রতিরোধে সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণ করলেও অধিকতর উৎপাদনমুখী খাত যেমন: কৃষি, সিএমএসএমই ও আমদানি বিকল্প খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রয়াসের সূত্রে আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপিত মাত্রার কাছাকাছি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের (৭.৩৯ শতাংশ হ্রাস) তুলনায় ৫.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৭৭৪.৬৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ হ্রাসের পরিমাণ ছিল ৪.৭৮ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৩.১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা ডিসেম্বর'২৩ এর প্রক্ষেপিত পরিমাণের (২০.৩০ শতাংশ হ্রাস) তুলনায় বেশ কম হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ১৩.৪৮ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে।

[২] accrued interest সহ

রিজার্ভ মুদ্রা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৪৪২.৩৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭২৩.১৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১০.২৬ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১১.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৮৫২.৫৬ বিলিয়ন টাকা থেকে ৪৫.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৪১.১৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৫৮৯.৭৮ বিলিয়ন টাকা থেকে ৪.১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৪৮১.৯৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির সূত্রে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৩ শেষের রিজার্ভ মুদ্রা, অপরিবর্তিত থাকা প্রক্ষেপণের বিপরীতে ২.০৩ শতাংশ প্রকৃত হ্রাস পেয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে যার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ১৭.৪১ শতাংশ (চার্ট-৩)।

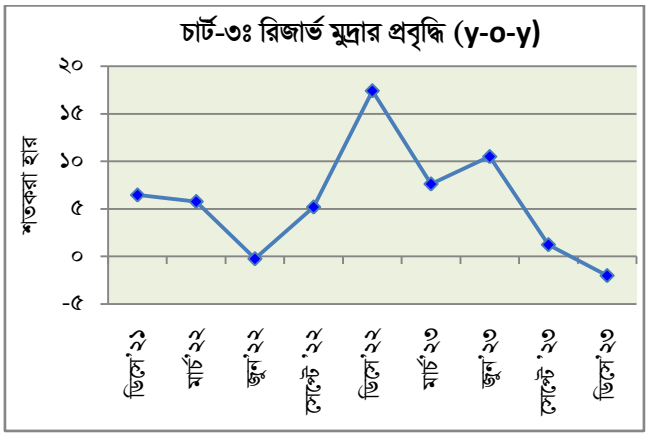

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

সেপ্টেম্বর'২৩ শেষের তুলনায় ডিসেম্বর'২৩ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৩৩.০৫ বিলিয়ন টাকা। সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে অতিরিক্ত তরল সম্পদ ছিল ১৬৪৪.৪০ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৪)। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় ও সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি গ্রহণের প্রভাবে ব্যাংকিং খাত তারল্য ব্যবস্থাপনায় কিছুটা চাপের মধ্যে রয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, জানুয়ারি'২৪ শেষে অতিরিক্ত তরল সম্পদের পরিমাণ আরো হ্রাস পেয়ে ১৫৪৫.২৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

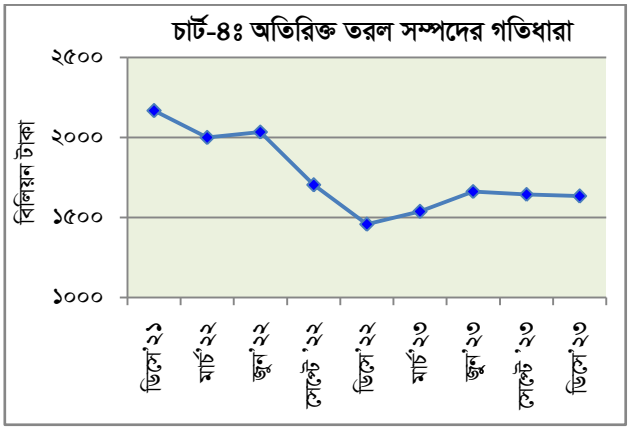

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার জুন'২৩ শেষের ৪.৩৮ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে নভেম্বর'২৩ শেষে ৪.৬৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, এবং আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার জুন'২৩ শেষের ৭.৩১ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে নভেম্বর'২৩ শেষে ৭.৯৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (চার্ট-৫)। উল্লেখ্য, জুলাই'২৩ থেকে SMART[3] রেফারেন্স রেট বিবেচনা করে নির্ধারিত হারে মার্জিন যোগ করার মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগের বাজারভিত্তিক সুদ/মুনাফা হার নির্ধারণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

[3] Six Month Moving Average Interest Rate of Treasury Bill

রেফারেন্স রেট SMART জুলাই'২৩-এর ৭.১০ শতাংশ হতে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ৮.১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন সময়ে মার্জিন হারের উর্ধ্বমুখী সমন্বয়ের মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ প্রতিযোগীতামূলক পর্যায়ে উন্নীতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

আমানতে সুদহার পরিসীমা প্রত্যাহারের ফলে আমানতের প্রকৃত সুদ হার বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, ঋণ/বিনিয়োগের বাজারমুখী সুদ/মুনাফা হার ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং খাতে চলমান তারল্য চাপ আগামের সুদ হার বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে বলে প্রতীয়মান হয়।

চার্ট-৫ আমানত ও আগামের সুদ হার

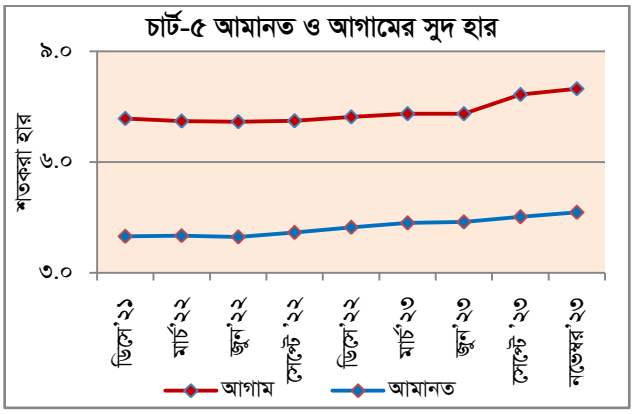

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত[৪] ডিসেম্বর'২৩ শেষে ৯.০০ শতাংশে দাঁড়ায়, যা সেপ্টেম্বর'২৩ এ ছিল ৯.৯৩ শতাংশ। ডিসেম্বর'২১ পরবর্তী ব্যাংকিং খাতে NPL উর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করলেও জুন'২৩ পরবর্তী সময় হতে নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত রেখেছে (চার্ট-৬)। প্রদত্ত ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদির সুস্পষ্ট নীতিমালাসহ গেজেট আকারে প্রকাশিত ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৩ নং আইন) NPL হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

চার্ট-৬ঃ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও এর অনুপাতের গতিধারা

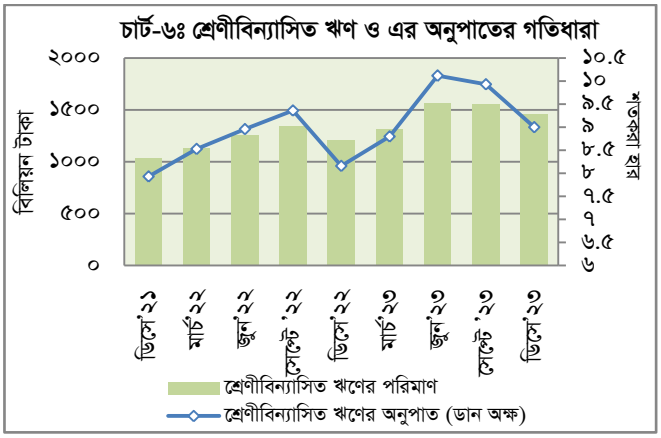

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি[৫]

জানুয়ারি'২৪ শেষে CPI based হেডলাইন (বারো মাস গড়) মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৩ এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৫৯ শতাংশে এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৮৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্য-বহির্ভূত (বিশেষত: পোশাক ও স্বাস্থ্যসেবা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে) মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)

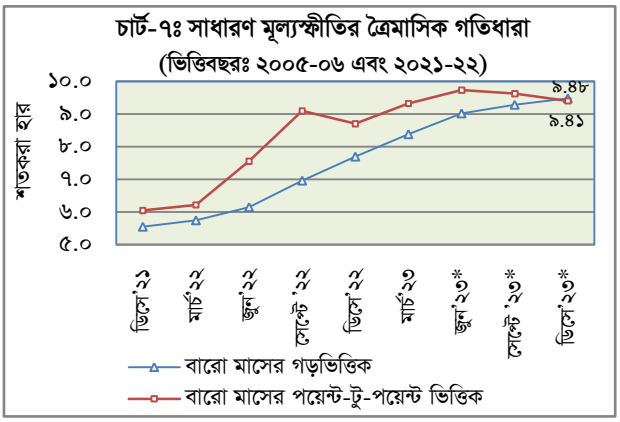

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২

[৪] মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত = (মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ স্থিতি/মোট ঋণ স্থিতি)।
[৫] এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২=১০০

জানুয়ারি'২৪ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি (৯.৫৯ শতাংশ) চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত মূল্যস্ফীতি সিলিং (৭.৫০ শতাংশ)-এর তুলনায় ২.০৯ percentage point বেশি। মূলতঃ transport cost বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ পণ্য-মূল্য সমন্বয়হীনতা এবং বিনিময় হারে অবচিতি চাপ বর্তমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

ব্যাংকিং খাতের তারল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তঃব্যাংক কল মানি সুদ হার জুলাই'২৩ হতে প্রবর্তিত 'নীতি সুদহার করিডোর' এর মধ্যে পরিবর্তিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক রেপো নিলাম পরিচালনা করা হয়। ২৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ হতে করিডোরের ওভারনাইট রেপো নীতি সুদহার ৭.২৫ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৭.৭৫ শতাংশ, ঊর্দ্ধসীমা বা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) ৯.২৫ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৯.৭৫ শতাংশে এবং নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) ৫.২৫ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৫.৭৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারিত হয়, যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকব্যাপী কার্যকরী ছিল।

কল মানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে কল মানি সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৬.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৯.৭৫ শতাংশের মধ্যে ছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ২৫৫৮.২২ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪২৬৯.৪৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪০.০৮ শতাংশ কম। লেনদেন হ্রাস পেলেও গড় ভারীত কল মানি সুদ হার সেপ্টেম্বর'২৩ শেষের ৬.৪১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ৮.৮৪ শতাংশে দাঁড়ায়।

রেপো[৬] নিলামঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর ৬২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১ দিন মেয়াদি ৫১৯৬.১৬ বিলিয়ন টাকার ৪৪৮৫টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ৪৫৮৩.১৯ বিলিয়ন টাকার ৫৮২৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর ৬১টি নিলামে ১ দিন মেয়াদি ২১১৫.৭৩ বিলিয়ন টাকার ১৮৬১টি দরপত্র এবং ৭ দিন মেয়াদি ১৭৭৬.২০ বিলিয়ন টাকার ১৫০৫টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, ব্যাংকসমূহের তারল্য চাহিদা বজায় থাকায় রেপো নিলামের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি[৭]ঃ মুদ্রাবাজারে তারল্য চাপ অনুভূত হওয়ায় বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটির কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৫টি নিলামের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৮৭৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৩৪.৯৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ১৭৪০টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোনো ডিভল্ব (devolve) করা হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৮৯২.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭২৫.৯৭ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ১০১৫টি দরপত্র গ্রহণ এবং ৯০.০৪ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব (devolve) করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলামের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২৩৬.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২১.৯২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ৭০০টি দরপত্র গৃহীত হয়। তবে এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোনো ডিভল্ব (devolve) করা হয়নি। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের মোট ২৭৫.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২৯.৮৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ৫৮৭টি দরপত্র গ্রহণ এবং ১০৩.৪৩ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব (devolve) করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[৬] দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য অনুষ্ঠিত রেপো নিলামে ওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি নিলাম অন্তর্ভুক্ত।

[৭] রিভার্স রেপো নিলামকে 'নীতি সুদহার করিডোর'-এর নিম্নসীমা বা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৯.১৫৪৪ শতাংশ থেকে ১১.১৬০০ শতাংশ এবং ৮.৫৫০০ শতাংশ থেকে ১০.৯৯০০ শতাংশ। এ ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতি দাঁড়ায় ৩৭৮৭.০৬ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৭৬ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে ০৭ দিন, ১৪ দিন ও ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, মেয়াদ পূর্তির পর নতুন বিল ইস্যু না হওয়ায় ডিসেম্বর ২০২৩ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ ১৪-দিন মেয়াদি 'Islamic Banks Liquidity Facility (IBLF)'-এর আওতায় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক এর অভিহিত মূল্যের (face value) ৫% মার্জিন রেখে অবশিষ্ট অর্থ তারল্য সুবিধা দেওয়া হয়। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে IBLF-এর ৪৪টি নিলামের মাধ্যমে ৪৯৩.০৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ১৩১টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে IBLF-এর ৩৮টি নিলামের মাধ্যমে ৪৩১.২৪ বিলিয়ন টাকার ১০৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় IBLF-এর আওতায় ঋণ গ্রহণ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট(এমএলএস)ঃ ৭, ১৪ ও ২৮-দিন মেয়াদি 'Mudarabah Liquidity Support (MLS)'-এর আওতায় শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহকে রপ্তানি প্রণোদনা ও সিএমএসএমই খাতে সরবরাহকৃত সহায়তা প্যাকেজের বিপরীতে MLS সুবিধা প্রদান করা হয়। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে MLS-এর ০২টি নিলামের মাধ্যমে ৪.৪৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ০২টি দরপত্র গৃহীত হয়।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৯৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২৩ শেষে দাঁড়ায় ১৩০৫৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৮.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২৩ শেষে দাঁড়ায় ১৫৮৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ উক্ত ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২৩ শেষে দাঁড়ায় ৫৮৯১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয়ের বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেলেও জোরালো রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৮০৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়। অপরদিকে, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে MLT ঋণ ও অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (নীট) এর বৃদ্ধির সূত্রে আর্থিক হিসাবে (financial account) ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ১৩১৩.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় (সারণি-১)। ফলে, উল্লেখিত সময়ে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত এবং আর্থিক হিসাবে ঘাটতি হ্রাসের কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ৮১৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২১-২২[স]	অর্থবছর ২০২২-২৩[সা]	অক্টোবর-ডিসেম্বর: অর্থবছর ২০২৩[স,সা]	জুলাই-সেপ্টেম্বর: অর্থবছর ২০২৪[স, সা]	অক্টোবর-ডিসেম্বর: অর্থবছর ২০২৪[স,সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-৩৩২৫০**	**-১৭১৬৩**	**-৪৭৩৬**	**-১৮২০**	**-২৭৭৫**
রপ্তানি (f.o.b)	৪৯২৪৫	৫২৩৩২	১৪০৪৮	১২৯৩০	১৩০৫৫
আমদানি (f.o.b)	৮২৪৯৫	৬৯৪৯৫	১৮৭৮৪	১৪৭৫০	১৫৮৩০
সেবা	-৩৯৮৭	-৪৩৮৪	-৯৪৫	-১২০৯	-১১৩৫
প্রাইমারি ইনকাম	-২৭২৬	-৩৪০৭	-৫৮৪	-৯১৬	-১৩৩৭
সেকেন্ডারি ইনকাম	২১৭৬৭	২২২৮৯	৫০২১	৫০৬৪	৬০৫৫
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	২১০৩২	২১৬১১	৪৮২০	৪৯০৭	৫৮৯১
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৮১৯৬**	**-২৬৬৫**	**-১২৪৪**	**১১১৯**	**৮০৮**
মূলধনী হিসাব	৬১০	৪৭৫	১৩৫	৪২	১১৮
আর্থিক হিসাব	**১৬৬৯১**	**-২০৭৮**	**-৬৯৫**	**-৪০৭৭**	**-১৩১৩**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৬৬৫৬**	**-৮২২২**	**-৩১৩৮**	**-২৮৫৪**	**-৮১৯**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

ডিসেম্বর'২৩ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার[৮] বিনিময় হারে সেপ্টেম্বর'২৩ শেষের তুলনায় শতকরা ০.৪৫ ভাগ উপচিতি হলেও ডিসেম্বর'২২ এর বিপরীতে শতকরা ৫.৪৫ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়ে ডিসেম্বর'২৩ এ বিনিময় হার ডলার প্রতি ১১০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে (চার্ট-৮)। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে বিনিময় হার ডলার প্রতি ছিল ১১০.০০ টাকা। বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার বিক্রয় করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে ৫৬৮৭.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নীট বিক্রয় করা হয়েছে, যেখানে বিগত বছরের একই সময়ে নীট ডলার বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৭৮০০.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

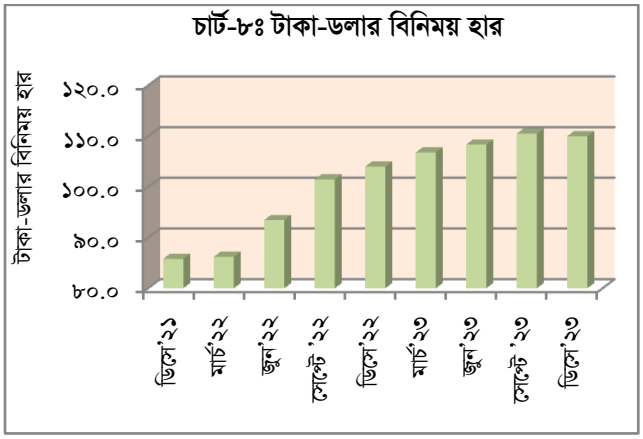

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক সেপ্টেম্বর'২৩ শেষের ১০৬.৫৭ থেকে ১.৯১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২৩ শেষে ১০৪.৫৩ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৪.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৬.৭৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশীদার দেশসমূহের তুলনায় দেশের আপেক্ষিক মূল্য সূচকের (RPI) মান হ্রাস পাওয়ায় REER সূচক আলোচ্য ত্রৈমাসিকে হ্রাস পেয়েছে।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সংরক্ষণ করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নীট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। ডিসেম্বর'২৩ শেষে গ্রস অফিসিয়াল

[৮] টাকা-ডলার বিনিময় হারের (মাস শেষে) জন্য বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

রিজার্ভ দাঁড়ায় ২৭১৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৯), যা ৪.৬ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। আলোচ্য সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির সূত্রে বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নীট ডলার বিক্রয়ের প্রভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর'২৩ এবং ডিসেম্বর'২২ শেষে গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬৯১১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৪.৮ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান) এবং ৩৩৭৪৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৫.১ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান)।

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

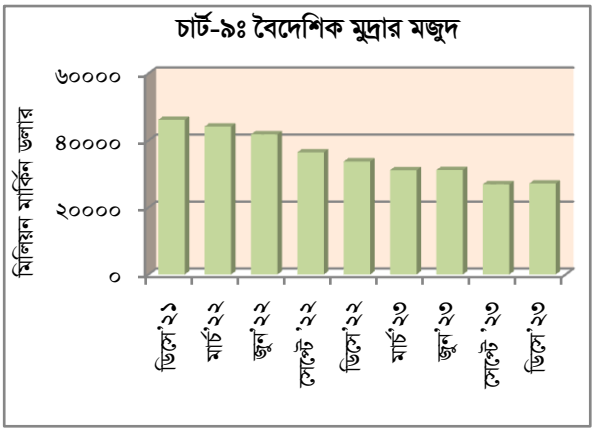

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ০৬ মার্চ ২০২৪ তারিখে গ্রস রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৬৩৩৯.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২১১৫২.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১০। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- মনিটারি পলিসি কমিটি'র প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওভারনাইট রেপো নীতি সুদহার বিদ্যমান ৭.২৫ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৭.৭৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, নীতি সুদহার করিডোরের ঊর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার বিদ্যমান ৯.২৫ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৯.৭৫ শতাংশে এবং করিডোরের নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার বিদ্যমান ৫.২৫ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৫.৭৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে যা ২৭ নভেম্বর ২০২৩ হতে কার্যকরী রয়েছে। (বিস্তারিতঃ এমপিডি, ২৬ নভেম্বর ২০২৩, nov262023mpd04.pdf (bb.org.bd))
- মূল্যস্ফীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগের সুদহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে SMART এর সাথে সর্বোচ্চ ৩.৭৫% মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণ এবং প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ এবং কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে SMART এর সাথে সর্বোচ্চ ২.৭৫% মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আর্থিক নীতি হার সমূহ বিবেচনায় ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে: আমানতের সুদ/মুনাফার সর্বোচ্চ হার হবে SMART+২.৭৫% এবং ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার সর্বোচ্চ হার হবে SMART+৫.৭৫%। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২৭ নভেম্বর ২০২৩, nov272023brpdl64.pdf (bb.org.bd); ডিএফআইএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৩, nov292023dfiml25.pdf (bb.org.bd))
- ঋণের বাজার ভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ায় আমানতের সুদ/মুনাফার হার যৌক্তিকীকরণ বিষয়ক নির্দেশিত আমানতের সুদহারের নিম্নসীমার আবশ্যকতা না থাকার প্রেক্ষাপটে ব্যাংক কর্তৃক সংগৃহীত আমানতসমূহের সুদহার স্বীয় বিবেচনায় নির্ধারণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১২ ডিসেম্বর ২০২৩, dec122023brpdl75.pdf (bb.org.bd))
- ব্যাংকিং চ্যানেলে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস(এমএফএস) এর আওতায় আগত রেমিটেন্সের অর্থ গৃহিত এমএফএস হিসাবে সর্বোচ্চ ২.৫ লক্ষ টাকা এবং উক্ত বেনিফিশিয়ারি হিসাবের স্থিতি ৩ লক্ষ টাকা অতিক্রম করতে পারবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ পিএসডি, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৩, dec062023psd13.pdf (bb.org.bd))
- প্রবাসী রেমিট্যান্সের অর্থ বেনিফিসিয়ারীর নিকট বিতরণের ক্ষেত্রে এফই সার্কুলার লেটার নং ১৫/২০১৪ এ বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমা দুই কার্যদিবসের মধ্যে প্রবাসী রেমিট্যান্সের অর্থ যথাযথভাবে বেনিফিসিয়ারীর নিকট বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, ১৮ অক্টোবর ২০২৩, oct182023fepdl17.pdf (bb.org.bd))
- নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং কৃষি খাতে উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে 'নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে ৩,০০০ কোটি টাকা' এবং 'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ১,৪০০ কোটি টাকা' পুনঃঅর্থায়ন স্কিম দু'টির আওতায় উদ্যোক্তাদের

অনুকূলে জামানতবিহীন ঋণের বিপরীতেও ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ((বিস্তারিতঃ সিজিডি, ০৮ নভেম্বর ২০২৩, nov082023cgd01new.pdf (bb.org.bd))

১১। ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের স্বল্প মেয়াদি বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

- ব্যাংকিং খাত সমগ্র ২০২৩ সাল জুড়ে বেশ কিছু সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল ডলার সংকট, টাকার অবচিতি, ব্যাংকিং খাতে তারল্যের সংকট এবং NPL বৃদ্ধি। ফেড রেইট বৃদ্ধির সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে আমদানী ব্যয়ের অতিবৃদ্ধি, foreign direct investment এর অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস, রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় প্রবাহ হ্রাসের কারণে সার্বিক লেনদেন হিসাবে (Balance of Payment) ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে, অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে ডলার বিক্রয় করে যা টাকার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রাহারকে বৃদ্ধি করে এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য সংকট দেখা যায়। Special liquidity support ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক শরিয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তারল্য সরবরাহ করায় ডিসেম্বর ২০২৩ শেষে ব্যাংকসমূহ বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের অতিরিক্ত তারল্যের অবস্থার উন্নতি হয় যদিও নভেম্বর ২০২৩ শেষে অতিরিক্ত তারল্য স্থিতি ঋণাত্মক ছিল।
- ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিদ্যমান উচ্চ NPLs ratio আর্থিক খাতের অগ্রগতিতে বিরাট হুমকি স্বরূপ। উচ্চ NPL এর বিপরীতে ব্যাংকের Provisioning requirements বাড়াতে হয় যা মূলতঃ capital shortfall এর অন্যতম কারণ। ব্যাংকিং ব্যবস্থার capital adequacy উন্নতি NPL হ্রাস ব্যতীত সম্ভবপর হবে না। উল্লেখ্যযে, গত দশ বছর ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো (SCBs) (যাদের NPL ratio গড়ে ২০ শতাংশের বেশি) minimum capital adequacy requirement রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেখানে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো (SBs) undercapitalized রয়েছে।
- অন্যদিকে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে আমানতের ঋনাত্মক প্রকৃত সুদের হার আমানতকারীদের ব্যাংকে টাকা রাখতে নিরুৎসাহিত করে। ত্বরিতগতিতে এ সকল সমস্যার সমাধান না করলে দীর্ঘমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে।

বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেশজ প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য সরকারের নীতি পদক্ষেপ অনুসরণ ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকটময় পরিস্থিতিতে অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে অবাধ ঋণ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, খেলাপী ঋণের মাত্রা হ্রাস, তারল্য সংকট হ্রাস, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদে ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	জুন	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২২	২০২২	২০২১	সেপ্টেম্বর'২৩ এর	জুন'২৩ এর	সেপ্টেম্বর'২২ এর	ডিসেম্বর'২২ এর	ডিসেম্বর'২১ এর
							তুলনায় ডিসেম্বর'২৩	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৩	তুলনায় ডিসেম্বর'২২	তুলনায় ডিসেম্বর'২৩	তুলনায় ডিসেম্বর'২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৭৭৪.৬৪	২৯৩৩.১৮	৩১৬৭.২৮	৩১৯৩.৯৭	৩৩৫৪.৪১	৩৬৯১.৫৫	-১৫৮.৫৪	-২৩৪.১০	-১৬০.৪৪	-৪১৯.৩৩	-৪৯৭.৫৮
							-(৫.৪১)	-(৭.৩৯)	-(৪.৭৮)	-(১৩.১৩)	-(১৩.৪৮)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৬৩১৬.৮৪	১৫৮৩৯.২৮	১৫৭০৪.৪০	১৪৩৮৫.৭২	১৩৮৭৩.৮৭	১২৫১৪.৮০	৪৭৭.৫৬	১৩৪.৮৮	৫১১.৮৫	১৯৩১.১২	১৮৭০.৯২
							(৩.০২)	(০.৮৬)	(৩.৬৯)	(১৩.৪২)	(১৪.৯৫)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৯৭১২.২২	১৯৩০৫.৭১	১৯২৬৭.৭১	১৭৬১৭.৬৩	১৭১০০.৭৩	১৫৩২১.৮৮	৪০৬.৫১	৩৮.০০	৫১৬.৯০	২০৯৪.৫৯	২২৯৫.৭৫
							(২.১১)	(০.২০)	(৩.০২)	(১১.৮৯)	(১৪.৯৮)
i) সরকারি খাত (নীট)	৩৫১৬.৫৮	৩৭০৯.২১	৩৮৭৩.৫০	২৯৩৬.১৯	২৯২৪.৯২	২৩৪৫.৪৪	-১৯২.৬৩	-১৬৪.২৯	১১.২৭	৫৮০.৩৯	৫৯০.৭৫
							-(৫.১৯)	-(৪.২৪)	(০.৩৯)	(১৯.৭৭)	(২৫.১৯)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৮৮.৯৪	৪৬৫.৯৬	৪৫১.৬৫	৪২০.১০	৩৮১.৬৮	৩৪৩.৯৬	২২.৯৮	১৪.৩১	৩৮.৪২	৬৮.৮৪	৭৬.১৪
							(৪.৯৩)	(৩.১৭)	(১০.০৭)	(১৬.৩৯)	(২২.১৪)
iii) বেসরকারি খাত	১৫৭০৬.৭০	১৫১৩০.৫৪	১৪৯৪২.৫৬	১৪২৬১.৩৪	১৩৭৯৪.১৩	১২৬৩২.৪৮	৫৭৬.১৬	১৮৭.৯৮	৪৬৭.২১	১৪৪৫.৩৬	১৬২৮.৮৬
							(৩.৮১)	(১.২৬)	(৩.৩৯)	(১০.১৩)	(১২.৮৯)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৩৯৫.৩৮	-৩৪৬৬.৪৩	-৩৫৬৩.৩১	-৩২৩১.৯১	-৩২২৬.৮৬	-২৮০৭.০৮	৭১.০৫	৯৬.৮৮	-৫.০৫	-১৬৩.৪৭	-৪২৪.৮৩
							(২.০৫)	(২.৭২)	-(০.১৬)	-(৫.০৬)	-(১৫.১৩)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	১৯০৯১.৪৮	১৮৭৭২.৪৬	১৮৮৭১.৬৮	১৭৫৭৯.৬৯	১৭২২৮.২৮	১৬২০৬.৩৫	৩১৯.০২	-৯৯.২২	৩৫১.৪১	১৫১১.৭৯	১৩৭৩.৩৪
							(১.৭০)	-(০.৫৩)	(২.০৪)	(৮.৬০)	(৮.৪৭)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৫১৭.২৮	৪৪০০.১৭	৪৯১৮.৮৮	৪৫২৫.৪১	৪১৮৪.৪৯	৩৭৯৩.১১	১১৭.১১	-৫১৮.৭১	৩৪০.৯২	-৮.১৩	৭৩২.৩০
							(২.৬৬)	-(১০.৫৫)	(৮.১৫)	-(০.১৮)	(১৯.৩১)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৫৪৮.৬০	২৫৩৫.০৫	২৯১৯.১৪	২৬৮১.৮২	২৩৯৯.৯৮	২১০৭.২৩	১৩.৫৫	-৩৮৪.০৯	২৮১.৮৪	-১৩৩.২২	৫৭৪.৫৯
							(০.৫৩)	-(১৩.১৬)	(১১.৭৪)	-(৪.৯৭)	(২৭.২৭)
ii) তলবি আমানত	১৯৬৮.৬৮	১৮৬৫.১২	১৯৯৯.৭৪	১৮৪৩.৫৯	১৭৮৪.৫১	১৬৮৫.৮৮	১০৩.৫৬	-১৩৪.৬২	৫৯.০৮	১২৫.০৯	১৫৭.৭১
							(৫.৫৫)	-(৬.৭৩)	(৩.৩১)	(৬.৭৯)	(৯.৩৫)
খ) মেয়াদি আমানত	১৪৫৭৪.২০	১৪৩৭২.২৯	১৩৯৫২.৮০	১৩০৫৪.২৮	১৩০৪৩.৭৯	১২৪১৩.২	২০১.৯১	৪১৯.৪৯	১০.৪৯	১৫১৯.৯২	৬৪১.০৪
							(১.৪০)	(৩.০১)	(০.০৮)	(১১.৬৪)	(৫.১৬)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৭২৩.১৬	৩৪৪২.৩৪	৩৮৩৫.৮৫	৩৮০০.১২	৩৪০০.৮০	৩২৩৬.৬৬	২৮০.৮২	-৩৯৩.৫১	৩৯৯.৩২	-৭৬.৯৬	৫৬৩.৪৬
							(৮.১৬)	-(১০.২৬)	(১১.৭৪)	-(২.০৩)	(১৭.৪১)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৪৮১.৯৯	২৫৮৯.৭৮	২৮৭৪.৯৮	২৯৭৪.৯৮	৩১৯০.৩৭	৩৫৪৬.০৭	-১০৭.৭৯	-২৮৫.২০	-২১৫.৩৯	-৪৯২.৯৯	-৫৭১.০৯
							-(৪.১৬)	-(৯.৯২)	-(৬.৭৫)	-(১৬.৫৭)	-(১৬.১০)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১২৪১.১৭	৮৫২.৫৬	৯৬০.৮৭	৮২৫.১৪	২১০.৪৩	-৩০৯.৪১	৩৮৮.৬১	-১০৮.৩১	৬১৪.৭১	৪১৬.০৩	১১৩৪.৫৫
							(৪৫.৫৮)	-(১১.২৭)	(২৯২.১২)	(৫০.৪২)	(৩৬৬.৬৮)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	১২৬৭.০৭	১২৯০.৪০	১৫৭৪.১২	১০৫৩.৪৪	৭১৬.৬৩	৫৪.৬৪	-২৩.৩৩	-২৮৩.৭২	৩৩৬.৮১	২১৩.৬৩	৯৯৮.৮০
							-(১.৮১)	-(১৮.০২)	(৪৭.০০)	(২০.২৮)	(১৮২৭.৯৬)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মাঃ ডঃ)	২৭১৩০.০	২৬৯১১.০	৩১২০৩.০	৩৩৭৪৭.৭	৩৬৪৭৬.৪	৪৬১৫৪.০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	১৬৩৩.০৫	১৬৪৪.৪০	১৬৬২.৮৮	১৪৫৭.২৭	১৭০৩.২৫	২১৬৭.২৯					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	১৪৫৬.৩৩	১৫৫৩.৯৮	১৫৬০.৩৯	১২০৬.৫৭	১৩৪৩.৯৬	১০৩২.৭৪					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	৯.০০	৯.৯৩	১০.১১	৮.১৬	৯.৩৬	৭.৯৩					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১১০.০০	১১০.৫০	১০৮.৩৬	১০৪.০১	১০১.৫০	৮৫.৮০					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১০৪.৫৩*	১০৬.৫৭	১০২.০৩	১০৪.৮০	১১২.৩৬	১১৫.৫০					
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)©	৯.৪৮	৯.২৯	৯.০২	৭.৭০	৬.৯৬	৫.৫৫					

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক;

#= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; *= প্রাক্কলিত; ©= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।